দৈনিক বাংলা

083

475

তারিখ ৬০।৭।৮১
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

পরীক্ষার জিন্দা সাবজেক্ট

হোসনে আরা শাহেদ

এইচএসসি ও এসএসসি পরীক্ষার্থীদের ওপর দায়িত্ব পড়েছে কম করে হলেও একজন নিরক্ষরকে লেখাপড়া ও হিসাব শেখাতে হবে। যেন অসংলগ্ন ও উদ্দেশ্যহীন না হয় এ শিক্ষা, তাই কী শেখাতে হবে, তা নির্দিষ্ট করে বইয়ের আকারে লেখা হয়েছে আর ঐটিই একমাত্র পাঠ্য করা হয়েছে। পদ্ধতিটি হচ্ছে পরীক্ষার্থী তার নিরক্ষর শিক্ষার্থীকে ঘরে বসে পড়াবে তারপর নির্দেশ-মাফিক তার নিজের পরীক্ষকমন্ডলির সামনে তাকে হাজির করবে। ফাইন্যাল পরীক্ষায় এইটি অনেকটা ব্যবহারিক পরীক্ষার মতই হবে। অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত পরীক্ষক একযোগে নতুন শিক্ষার্থীর পরীক্ষা নেবেন। ওর পঠন লিখন বাচন ও হিসাবকরণের ওপর নম্বর দেয়া হবে। এ নম্বর যাবে অবশ্যই পরীথীর ক্রেডিটে।

এমনি করে প্রতি পরীক্ষার্থী হিসাবে অন্তত একজন করেও যদি অক্ষর জ্ঞান লাভ করে, যোগফল একেবারে ফেলনা হবে না। তাছাড়া এ বছরই না হয় পরীক্ষার্থী পিছু মাত্র একজন করে, আসছে বছর থেকে হবে দু'জন করে। নিরক্ষরকে জ্ঞান দান শিক্ষিত মাত্রই অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু এ কর্তব্যবোধ সবসময় সকলকে সমানভাবে উদ্বুদ্ধ করতে পারেনা বলেই বোধহয় একে এমন করে পরীক্ষার সঙ্গে গেঁথে আবশ্যিক করে তোলা হয়েছে। সে হিসেবে ব্যাপারটির গুরুত্ব কিছুটা হলেও অনুধাবন করা সহজ হবে। পুরো ব্যাপারটি অভিনন্দনযোগ্য এতে কারো দ্বিমত নেই। বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই এর অনিবার্য শুভ ফলাফল সম্পর্কে। কিন্তু বর্তমানে ব্যাপারটি পরীক্ষার্থী মহলে আলোচিত হচ্ছে সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে অনভিজ্ঞ অতি-তরুণ পরীক্ষার্থী সমস্যাটি সার্বিকভাবে বিচার করতে সক্ষম নয় প্রাঞ্জল কারণেই বিশেষতঃ তার পরীক্ষা নামক দায় এ সঙ্গে সম্পৃক্ত বলে বেচারী হয়তো বা কিছুটা বিব্রতও। স্কীমটি একেবারে পয়লা, তার ওপর এরাই প্রথম ব্যাচ, একটু যদি বেচারীদের মনটা কেমন করেই, তো কি আর এমন বলার আছে।

অবশ্য প্রশ্ন কেউ তুলছে না, কোনও অনীহা প্রকাশও না, এখন যে যার মত 'সাবজেক্ট' গোছাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। এই গোছ, গাছের ব্যাপারটি বেশ চমকপ্রদ মনে হচ্ছে।

পরীক্ষার্থীদের পারস্পরিক আলাপে যা শোনা যায়, তা থেকেই অনেক মজার মজার তথ্য বেরিয়ে আসে। তাই সাধ হয় কিছু স্বগত ও ভাসমান সংলাপে কান পাততে:

পথের পাঁচালি

এক

আর আর বছর সব্বাই পার হলো কেবল নিজেকে নিজে পড়িয়ে, অথচ কী বরাতই না আমাদের: নিজের সঙ্গে সঙ্গে অন্যের পড়াও পড়িয়ে দিতে হবে।

দুই

হায় আল্লা! আমি পড়া মুখস্থ করলেই চলবে না—মুখস্থ করাতে হবে অন্য কেও! এই 'ও' যদি পড়া পারে, তবে যা হোক বাঁচোয়া, না পারলে ওর কিছুই না, আমার কিনা গেল্লা!

তিন

ঃ জানিস, আমাদের কাজের ছেলেটি সেদিন বললো: ভাইসা'ব, ব্যাতন বাড়াইলে আছি—নাইলে না!

ঃ কেন, কেন 'নাই' কেন? এই সেদিন না বেতন বাড়ালাম!

ঃ তহন তো স্বরে অ স্বরে আ পারতামনা——অহন পারি।

চার

ঃ শোন আমাদের টেঁপি কী বলে—

ঃ কি বলে?

বলে: আফা, আমি কষ্ট কইরা পড়ুম, আফনের লাভ এইডা কেমন কথা?

বাঃ তোর লাভ নেই নাকি? তুই শিক্ষিত হচ্ছিস—

থোন হেই কতা। আমি ইস্কুল যাইয়া আফনের ছারে গো ডে ফড়া কইলে আফনে নম্বর ফাইবেন, আমি বালা কইরলে আফনে ফাস্টো কেলাস অইবেন, আমি বুজি বুজিনা হেইয়া?

পাঁচ

ঃ আমার সাহায্যকারী সেদিন বললো: বুজান, ই বাসায় যাই এডড্?

ঃ কেন রে, দুপুরে না গেলি?

ঃ হঃ, আবার যাই। ঐ বুয়ায় বড় বালা। কত আদর করে। আমারে খাওয়ায়, ট্যাহা দ্যায়, মায়ের লাইগ্যা বাসনা আল দেয়—

(৭-এর কঃ-এ দ্রঃ)

(৩-এর কঃ-এর পর)

ঃ কেন এত দেয়? তুই এমন কি উপকার করিস?

ঃ না—হেই বুয়ার কলেজে ফরীক্ষায় না আমারে নিব।

ঃ আরে, তুই তো আমার ছাত্রী! ওখানে কী করে যাবি?

ঃ আহা, হ্যা তো আছি-ই। ঐ বুয়ারাও কাজে লাগি। একজনের উপকার বালা না দশজনের?

ঃ সর্বনাশ, দুই জায়গায়! তা হলে তো দু'জনেই বিপদে পড়বা আমরা!

ঃ ক্যা, আমি কি কারও বানধা? মাস্টার সা'বরা হেইডা বুজবোনা?

ছয়

ঃ এই শুনছিস, তেদের বাড়ির ছেলেটির না খুব কদর। চারিদিকে কাড়াকাড়ি। ওর দরও খুব চড়া হচ্ছে—

ঃ কেন, আমি তো জানি না।

ঃ তোর নির্বাচনী পরীক্ষায় নাকি ও ফুলমার্কস পেয়েছে?

ঃ হ্যাঁ, খেটেখুটে পড়িয়ে নিয়েছি—ফাইন্যালে একটু আরাম করবো বলে—

ঃ তা দ্যাখো গে, পরীক্ষার্থী মাত্রই এর জন্য কেমন আরাধনা করছে। তোর ফাইন্যালের জন্যে কি আর ও বসে থাকবে!

ঃ ও হবে!!

ঃ নতুন কাউকে নতুন করে শুরু করতে হবে।

* * *

বাতাসে বাতাসে এমনি জমানো চটকি ভাসে। নিরক্ষর যাঁরা শহরাঞ্চলে আছেন, তাঁদের অধিকাংশই সাধারণতঃ জীবিকার তাগিদে সতত ব্যস্ত। তাঁদের নাগাল পাওয়া খুব সহজ নয়। বাধ্য হয়েই নিজ নিজ বাড়ির সাহায্যকারীর ওপর পরীক্ষার্থীদের নির্ভরতা বাড়ছে। আর তাতেই যেন নিরক্ষর শিক্ষার্থীর সকলে একটু সমস্যা গোছের হয়ে উঠছে।

তবে এ-ও তো সেই পয়লা বলেই!

জানা কথা, এসব অসুবিধা ক্রমে কেটে যাবে। পরীক্ষা-নিরীক্ষা যত আছে, স-ব তো যারা প্রথম থাকে, তাদের ঘাড়েই পড়ে। পূর্বসুরীদের উদ্বেগ আর প্রয়াসের বিনিময়েই তো চিরকালের উত্তরসুরীরা সুখ, শান্তি আর সাফল্যের পথ পেতে পারে। এ জন্যই পূর্বসুরীরা পরবর্তীকালে ঐতিহাসিক মর্যাদা লাভ করে।

কুতী-কাজে প্রথম দফা হওয়ার মজা তো এইখানে!